ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

“টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২”
এর ওপর
টিআইবি’র পর্যালোচনা এবং কয়েকটি ধারা সংশোধনসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ
১৯ জানুয়ারি ২০২৬

ধারা নম্বর ও মূল বিষয়		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সংশোধন
		২০১২ সালের ৪৮ নং আইন জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত আইন	..... জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত আইন যেহেতু জীবাশ্ম-জ্বালানির উৎস সমূহ বৈশ্বিক উষ্ণতাকে ত্বরান্বিত করিয়া পরিবেশ দূষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করিয়া থাকে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের ১৮ক অনুচ্ছেদে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে;
প্রথম অধ্যায় **প্রারম্ভিক**	২ নং ধারা ‘সংজ্ঞা’	(১) “অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানি” অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পিট কয়লা, খনিজ তেল, অন্যান্য জীবাশ্ম-জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও আনবিক শক্তি হইতে প্রাপ্ত শক্তি এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসাবে ঘোষিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত জ্বালানি ও শক্তি;	(১) “অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানি” অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস, উৎপাদিত গ্যাস, কয়লা, পিট কয়লা, কয়লাজাত পণ্য ও দ্রব্য, খনিজ তেল, ও আনবিক শক্তি হইতে প্রাপ্ত জ্বালানি ও শক্তি এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে ঘোষিত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত জ্বালানি ও শক্তি;
		(৪) “চেয়ারম্যান” অর্থ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান’;	(৪) “চেয়ারম্যান” অর্থ কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান;
		-	(৬) “জ্বালানি নিরাপত্তা” (energy security) বলিতে রাষ্ট্রের বর্তমান ও যৌক্তিকভাবে পূর্বানুমেয় চাহিদা পূরণের জন্য জ্বালানির অবিচ্ছিন্ন, নির্ভরযোগ্য ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করাকে বুঝাইবে এবং ইহার মধ্যে– (ক) জ্বালানি সম্পদের বৈচিত্র্যকরণ ও প্রাপ্যতার সুরক্ষা; (খ) জ্বালানি-সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণকে উৎসাহ ও নিয়ন্ত্রণ করা;

ধারা নম্বর ও মূল বিষয়		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সংশোধন
			(গ) জ্বালানি উৎপাদন, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা; (ঘ) জ্বালানি সরবরাহ, পরিবহন ও বিতরণ সংক্রান্ত চুক্তি ও ব্যবস্থার আইনগত প্রয়োগযোগ্যতা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা; এবং (ঙ) সমাজের দুর্বল ও কৌশলগত খাতসহ সকলের জন্য সাশ্রয়ী, ন্যায়সঙ্গত ও বৈষম্যহীন মূল্যে জ্বালানিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত হইবে।
		(৬) "জ্বালানি নিরীক্ষা (Energy Audit)" অর্থ ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার এর জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্র ও সরঞ্জাম, জ্বালানি ব্যবহারের প্রক্রিয়া যাচাই, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে জ্বালানির দক্ষতা নিরুপণ, তুলনামূলক জ্বালানি ব্যয় সংক্রান্ত লাভ ক্ষতির হিসাব এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্র সনাক্তকরণপূর্বক জ্বালানি ব্যবহার হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা সম্বলিত কারিগরী প্রতিবেদনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;	(৭) "জ্বালানি নিরীক্ষা (Energy Audit)" অর্থ জ্বালানি ব্যবহারকারী/ উৎপাদনকারী, মনোনীত ভোক্তার স্থাপনায় ব্যবহৃত যন্ত্র ও সরঞ্জাম যাচাই বা পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে জ্বালানি চাহিদা, ব্যবহার ও জ্বালানির দক্ষতা নিয়মতান্ত্রিক ও নৈবত্তিকভাবে নিরূপণ, এবং জ্বালানি সাশ্রয়ের খাতসমূহ চিহ্নিতকরন, তুলনামূলক জ্বালানি ব্যয় সংক্রান্ত লাভ ক্ষতির হিসাব, জ্বালানি ব্যবহার হ্রাসের পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করে সুপারিশ সম্বলিত কারিগরী প্রতিবেদন দাখিলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
		(৭) "জ্বালানি নিরীক্ষক (Energy Auditor)" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যিনি বা যাহারা বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ ইমারত এবং জ্বালানি ব্যবহারকারী অন্যান্য স্থাপনায়, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে সক্ষম;	(৮) "জ্বালানি নিরীক্ষক (Energy Auditor)" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যিনি বা যাহারা বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, জ্বালানি উৎপাদনকারী স্থাপনা, বৃহৎ ইমারত এবং জ্বালানি ব্যবহারকারী অন্যান্য স্থাপনায়, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে সক্ষম;
		(৮) "জ্বালানি ব্যবস্থাপক (Energy Manager)" অর্থ জ্বালানি ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি সার্বক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে জ্বালানি ব্যবহার কর্যক্রম পরিবীক্ষ, জ্বালানির অদক্ষ এবং অপচয়মূলম ব্যবহার হ্রাস, প্রতিবেদন প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করেন;	(৯) "জ্বালানি ব্যবস্থাপক (Energy Manager)" অর্থ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যিনি বা যাহারা সার্বক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো শিল্প, বাণিজ্যিক ও আবাসিক প্রতিষ্ঠান বা জ্বালানি উৎপাদনকারী স্থাপনা বা বৃহৎ ইমারত বা জ্বালানি ব্যবহারকারী যেকোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের জ্বালানি ব্যবহার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, জ্বালানির অদক্ষ এবং অপচয়মূলক ব্যবহার হ্রাসের সুপারিশ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

ধারা নম্বর ও মূল বিষয়		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সংশোধন
		(৯) "জ্বালানি সম্পদ" অর্থ দেশে উৎপাদিত অথবা বিদেশ হইতে আমদানিকৃত সকল ধরনের প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানি অথবা রুপান্তরিত জ্বালানি, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, পিট কয়লা, বিদ্যুৎ, অন্যান্য জীবাশ্ম-জ্বালানি, বায়োগ্যাস, বায়োমাস, বায়ো-ফুয়েল, হাইড্রোজেন সেল, জিওথারমাল, জোয়ার-ভাটা ও ঢেউ হইতে প্রাপ্ত শক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, হাইড্রোপাওয়ার, আনবিক শক্তি, ইত্যাদি;	(১০) "জ্বালানি সম্পদ" অর্থ দেশে উৎপাদিত অথবা বিদেশ হইতে আমদানিকৃত সকল ধরনের প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানি অথবা রূপান্তরিত জ্বালানি, এবং অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি;
		(১০) "জ্বালানি সংরক্ষণ (Energy Conservation)" অর্থ জ্বালানির দহন দক্ষতা উন্নতকরণ, জ্বালানির অপচয় রোধ, নির্গত তার পুনরুদ্ধার ও ব্যবহার, ব্যবহৃত জ্বালানির পরিবর্তে অধিকতর দক্ষতা সম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার, জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার, ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে জ্বালানি সংরক্ষণ;	(১১) "জ্বালানি সংরক্ষণ (Energy Conservation)" অর্থ জ্বালানির দহন দক্ষতা উন্নতকরণ, জ্বালানির অপচয় রোধ, নির্গত তাপ পুনরুদ্ধার ও ব্যবহার, ব্যবহৃত জ্বালানি/ প্রযুক্তির পরিবর্তে অধিকতর দক্ষতা সম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব বিকল্প জ্বালানি বা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে জ্বালানি সংরক্ষণ;
		-	(১২) "টেকসই জ্বালানি" বলিতে এমন জ্বালানি, শক্তি ও প্রযুক্তিকে বুঝাইবে যাহা এমনভাবে উৎপাদন, সরবরাহ এবং ব্যবহার করা হয় যা দ্বারা ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে, এবং এর মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিও অন্তর্ভুক্ত।
		(১১) "টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন" অর্থ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন এবং জ্বালানি সংরক্ষণ ও উহার দক্ষ ব্যবহার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;	(১৩) "টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন" অর্থ টেকসই জ্বালানির উন্নয়ন এবং জ্বালানি সংরক্ষণ ও উহার দক্ষ ব্যবহার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
		(১২) "ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার হিসাবে ঘোষিত গ্রাহক;	(১৪) "মনোনীত ভোক্তা" অর্থ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঘোষিত মনোনীত ভোক্তা;
		(১৪) "নবায়নযোগ্য জ্বালানি" অর্থ বায়োমাস (জ্বালানি কাঠ, ধানের তুষ, আখের ছোবড়া, বর্জ্য ইত্যাদি), বায়ো-ফুয়েল, বায়োগ্যাস, হাইড্রো পাওয়ার, সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, হাইড্রোজেন সেল, জিওথারমাল, জোয়ার-ভাটা ও ঢেউ হইতে প্রাপ্ত জ্বালানি ও শক্তি এবং সরকার কর্তৃক সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসাবে ঘোষিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত জ্বালানি ও শক্তি;	(১৬) "নবায়নযোগ্য জ্বালানি" অর্থ প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ও নবায়নযোগ্য সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, হাইড্রো পাওয়ার, জিওথারমাল, ওশান থারমাল, অসমোটিক পাওয়ার, জোয়ার-ভাটা ও ঢেউ, সবুজ হাইড্রোজেন, বায়ো জ্বালানি ও সবুজ বায়ো জ্বালানি, বায়োগ্যাস, বায়োম্যাস, বর্জ্য থেকে জ্বালানী, (যেমনঃ ধানের তুষ, আখ বা ভুট্টার ছোবড়া, ইত্যাদি), হইতে প্রাপ্ত জ্বালানি ও শক্তি, এবং সরকার কর্তৃক সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে ঘোষিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত জ্বালানি, শক্তি ও প্রযুক্তি;

ধারা নম্বর ও মূল বিষয়		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সংশোধন
দ্বিতীয় অধ্যায় **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং উহার কার্যাবলী, ইত্যাদি**	৫ নং ধারা 'কর্তৃপক্ষের কার্যালয়'	(২) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।	(২) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার বিভাগীয়/জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।
	৬ নং ধারা 'কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী'	(১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংরক্ষণ এবং ইহার দক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;	(১) নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানির সংরক্ষণ এবং ইহার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধন এবং এই আইনের সামগ্রিক উদ্দেশ্য পূরণে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান;
		(২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী যন্ত্রপারি প্রমিতকরণসহ উক্ত যন্ত্রপাতি লেবেলিং এবং ব্যবস্থাকরণ;	(২) দেশের অভ্যন্তরে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পর্কিত সামগ্রিক কার্যক্রম, জ্বালানি সংরক্ষণ ও উহার দক্ষ ব্যবহার কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ;
		(৩) জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতির মান নিরুপণ ও প্রত্যয়ন প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষণাগার স্থাপন বা স্থাপনে সহায়তা প্রদান;	(৩) নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ ও এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রযুক্তির খতিয়ান (inventory) প্রস্তুতকরণ, হালনাগাদকরণ এবং উহাদের ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিতকরণ ও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উপযুক্ততা যাচাইপূর্বক আহরণের সম্ভাব্যতা নিরূপণ; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ১১]
		(৪) জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ প্রদান, এতদসংশ্লিষ্ট কাজ বা প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;	(৪) নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবধর্মী স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বলবৎযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ১৩]
		(৫) জ্বালানি সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণ বিধি প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে সরকারকে সহাযতা প্রদান;	(৫) নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানির সংরক্ষণ এবং জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ১]
		(৬) জ্বালানি ব্যবস্থাপক ও জ্বালানি নিরীক্ষক নিয়োগ ও স্বীকৃত জ্বালানি নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে মান ও যোগ্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন;	(৬) নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারকারী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও স্থাপনার জন্য জ্বালানি ব্যবহার মানসীমা ও নুন্যতম মান নির্ধারণ;
		(৭) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে জ্বালানি সংরক্ষণ ও উহার দক্ষ ব্যবহার কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে টেকসই জ্বালানির বাণিজ্যিক বাজার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা;	(৭) টেকসই জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণসহ উক্ত যন্ত্রপাতি লেবেলিং এর ব্যবস্থাকরণ; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ২]

ধারা নম্বর ও মূল বিষয়		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সংশোধন
		(৮) টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;	(৮) নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতির মান নিরূপণ ও প্রত্যয়ন প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষাগার স্থাপন বা স্থাপনে সহায়তা প্রদান; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ৩]
		(৯) জ্বালানি অদক্ষ যন্ত্রপাতি চিহ্নিতকরণ এবং উহার উৎপাদন, আমদানী ও বিক্রয় করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;	(৯) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ড অনুসারে উত্তীর্ণ জ্বালানি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে জ্বালানি সাশ্রয়ী সনদ (Energy Saving Certificate) এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন সনদ (Renewable Energy Certificate) প্রদান;
		(১০) জ্বালানি ব্যবহারকারী বিভিন্ন গ্রাহক বা গ্রাহকশ্রেনিকে ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার হিসাবে ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;	(১০) জ্বালানি অদক্ষ যন্ত্রপাতি চিহ্নিতকরণ এবং উহার উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয় বন্ধ করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ৯]
		(১১) নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ ও এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রযুক্তির খতিয়ান () প্রস্তুতকরণসহ উহার হালনাগাদকরণ এবং উহাদের ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিতকরণ ও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উপযুক্ততা যাচাইপূর্বক আহরণের সম্ভাব্যতা নিরুপণ;	(১১) জ্বালানি ব্যবহারকারী বিভিন্ন গ্রাহক বা গ্রাহকশ্রেণিকে মনোনীত ভোক্তা হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মনোনীত ভোক্তা কর্তৃক আবশ্যকীয়ভাবে পালনীয় বিষয়াদি নির্ধারণ; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ১০]
		(১২) সিডিএম অথবা অনুরুপ অন্য কোন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান;	(১২) টেকসই জ্বালানি সম্পর্কিত জ্বালানি ব্যবস্থাপক ও জ্বালানি নিরীক্ষকদের সনদায়ন, নিয়োগ ও স্বীকৃত জ্বালানি নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে মান ও যোগ্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ৬]
		(১৩) নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;	(১৩) নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণে দেশে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি সহ এ কাজে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ১৪]
		(১৪) নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, ডেমনস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ কাজে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;	(১৪) দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হাব বা কেন্দ্র তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ;
		(১৫) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;	(১৫) প্রদর্শনী ও উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রম বাণিজ্যিকীকরণ, এবং টেকসই জ্বালানি সম্পর্কিত বিদ্যুৎ ও যন্ত্রপাতির বাণিজ্যিক বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলায় উৎসাহ প্রদান; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ১৯]
		(১৬) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণে সহায়তা প্রদান এবং	(১৬) টেকসই জ্বালানি নির্ভর জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ প্রদান, এতদ্সংশ্লিষ্ট কাজ বা প্রকল্প বাস্তবায়নে

ধারা নম্বর ও মূল বিষয়		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সংশোধন
		এইখাতে বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা;	উদ্ভাবনীমূলক অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ৪]
		(১৭) নবায়নযোগ্য জ্বালানির ট্যারিপ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ;	(১৭) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তা ও ভোক্তাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণসহ দেশে এ সংক্রান্ত উপযুক্ত অবকাঠামো ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং এইখাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা, ভর্তুকি ও প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ১৬]
		(১৮) সরকারি আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধনে সরকারকে সহযোগিত প্রদান;	(১৮) সরকারি, বেসরকারি, বাণিজ্যিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে বৈদ্যুতিক যানবাহনের চার্জিং ও ব্যাটারি প্রতিস্থাপন স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার সাধণ এবং এ সম্পর্কিত কর, ট্যারিফ ও ঋণ সুবিধা, ভর্তুকি ও প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা বিষয়ক কাঠামো তৈরীতে পদক্ষেপ গ্রহণ;
		(১৯) প্রদর্শনী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রম বাণিজ্যিকীকরণে উৎসাহ প্রদান;	(১৯) নবায়নযোগ্য জ্বালানির নির্ভর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত কর ও ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে মতামত বা প্রস্তাব প্রেরণ; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ১৭]
		(২০) নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালাসহ এই আইন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;	(২০) টেকসই জ্বালানিকে প্রাধান্য দিয়ে জ্বালানি সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণ বিষয়ক বিধি প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ৫]
		(২১) টেকসই জ্বালানি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;	(২১) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব, জমি ব্যবস্থাপনা ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার ইত্যাদি পর্যালোচনাকরণ;
		(২২) টেকসই জ্বালানি বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন;	(২২) টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পর্কিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানির সংরক্ষণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় যেকোন ধরণের বিরোধ নিষ্পত্তি বা অভিযোগের প্রতিকারে মূখ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন;
		(২৩) বিধি দ্বারা বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।	(২৩) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;

ধারা নম্বর ও মূল বিষয়		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সংশোধন
			(২৪) সিডিএম অথবা অনুরূপ অন্য কোন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ১২]
			(২৫) টেকসই জ্বালানি বিষয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ২২]
			(২৬) টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালাসহ এই আইন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা, মতামত ও সহায়তা প্রদান; [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ২০]
			(২৭) বিধি দ্বারা বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন। [বিদ্যমান আইনে ধারা নং ২৩]
	৭ নং ধারা 'কর্তৃপক্ষের ফি আরোপের ক্ষমতা'	এই আইনের অধীন সম্পাদিত কোন কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদক্রমে, উপযুক্ত ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।	এই আইনের অধীন সম্পাদিত কোন কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে পরামর্শক্রমে, উপযুক্ত ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
তৃতীয় অধ্যায় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াবলী	৮ নং ধারা 'ব্যবস্থাপনা'	কর্তৃপক্ষের সাধারণ নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা পর্ষদ সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।	কর্তৃপক্ষের সাধারণ নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা পর্ষদ সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।
	৯ নং ধারা	'ব্যবস্থাপনা'	'পরিচালনা পর্ষদ গঠন'
		(৫) বিধিতে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৬ (ছয়) জন প্রতিনিধি, এবং শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, করিগরি বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ (পাঁচ) জন সদস্য পরিচালনা পর্ষদের অবৈতনিক সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।	(৫) বিধিতে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৬ (ছয়) জন প্রতিনিধি, এবং শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, কারিগরি বিশেষজ্ঞ, মনোনীত ভোক্তা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ (পাঁচ) জন সদস্য পরিচালনা পর্ষদের অবৈতনিক সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।
			১০ নং ধারা 'সদস্যদের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, ইত্যাদি'
			(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

ধারা নম্বর ও মূল বিষয়		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সংশোধন
			(খ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপী হিসাবে ঘোষিত হন; (গ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; (ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অন্যূন দুই বত্সর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর পাঁচ বত্সর সময় অতিক্রান্ত হয় নাই। (২) কমিশনের আওতাভুক্ত কোন কিছুতে ব্যবসায়িক স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগের যোগ্য হইবেন না। (৩) চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পর তিনি নিজ নামে বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে টেকসই জ্বালানি খাতে ব্যবসায়িক স্বার্থে জড়িত হইতে পারিবেন না। (৪) কমিশনের সদস্য, সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, এবং কোন কর্মচারী, কমিশনের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, কমিশন বহির্ভূত কোন ধরণের লাভজনক কাজে নিয়োজিত হইতে বা থাকিতে পারিবেন না। (৫) কোন সদস্য বা কমিশনের কর্মচারী এমন কোন কাজে নিয়োজিত হইবেন না বা থাকিবেন না যাহা, যথাক্রমে সরকার বা কমিশনের মতে, তাহার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব রাখে বা রাখিতে পারে। ব্যাখ্যা।- দফা (খ) তে উল্লিখিত "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
	১১ নং ধারা 'কমিটি গঠন'	পরিচালনা পর্ষদ উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।	এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে পরিচালনা পর্ষদ উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য, জনস্বার্থ, ভোক্তা ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীর স্বার্থ নিশ্চিতে, এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যারা কমিটিকে পলিসি, প্রযুক্তিগত, মানবিষয়ক, আর্থিক, বিনিয়োগ, জলবায়ু, সামাজিক সুরক্ষা, আইন প্রয়োগ বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করবে; এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
পঞ্চম অধ্যায়	১৬ নং ধারা 'চুক্তি সম্পাদন'	(১) কর্তৃপক্ষ ইহার কার্যবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে;	তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিদেশী সরকার, প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারা নম্বর ও মূল বিষয়		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সংশোধন
চুক্তি, প্রতিবেদন, ক্ষণ গ্রহণ, ইত্যাদি		তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।	
	১৭ নং ধারা 'প্রতিবেদন'	(১) প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যাবলীর একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।	(১) প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যাবলীর একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।
ষষ্ঠ অধ্যায় তহবিল, বাজেট এবং হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা	১৯ নং ধারা 'কর্তৃপক্ষের তহবিল'	(৩) তহবিলের অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে;	(৩) তহবিলের অর্থ কমিশনের নামে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্ত ব্যাংক হইতে অর্থ উত্তোলনের পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে; ব্যাখ্যা- "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, ১৯৭২ (P.O. No. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank বুঝাইবে
		(৫) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহের পর তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকিলে, উহার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ সরকারের কোষাগারে জমা করিতে হইবে।	(৫) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহের পর তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকিলে, উহার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ টেকসই জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহৃত হবে।